যুগান্তর

তারিখ ... 30 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

বহিষ্কারাদেশ হাইকোর্টে স্থগিত

জন উইলসন স্কুলেই পড়বে সেই দুই শিক্ষার্থী

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর বাড্ডার স্যার জন উইলসন স্কুলের দুই শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করে স্কুল কর্তৃপক্ষের দেয়া আদেশ স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে ওই দুই শিক্ষার্থী মালিহা মুসকান আহমেদ ও মানইউ আহমেদকে নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ দস্তগীর হোসেন ও বিচারপতি একেএম সাহিদুল হকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ সংক্রান্ত এক রিট আবেদনের শুনানি শেষে মঙ্গলবার এ আদেশ দেন। স্কুল কর্তৃপক্ষের ওই বহিষ্কারাদেশ চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন ওই দুই শিক্ষার্থীর বাবা মিনহাজ আহমেদ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ১০ মার্চ মিনহাজ আহমেদ তার ছেলেকে স্কুল থেকে আনতে গেলে ওই স্কুলের অভ্যর্থনাকক্ষে থাকা কর্মী জানতে চান, স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কেমন হয়েছে। ওই কর্মীর কথার জবাবে তিনি বলেন, ভালোই। কিন্তু স্কুলের মাঠটি এতই ছোট যে সেখানে ঠিকভাবে খেলাধুলা করা যায় না। এ সময় অভ্যর্থনাকক্ষের কর্মী মাঠ না থাকার বিষয়টি প্রকল্প পরিচালককে জানাতে বলেন। কর্মীর সঙ্গে কথা বলার একপর্যায়ে এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে নিজেকে প্রকল্প পরিচালক পরিচয় দিয়ে কথা বলতে চান। এরপর মাঠ নিয়ে তার সঙ্গে বাকবিতণ্ডা হয়।

মিনহাজ আহমেদ বলেন, আমি তাদের বলি স্কুলটি যেহেতু নিজের জায়গায় জমি কিনে ভবন করেছে, সেখানে মাঠটা একটু বড় করলেই হতো। এতে ওই ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হয়ে তর্ক শুরু করেন। আমি তখন আর এ বিষয়ে কোনো কথা বলতে রাজি হইনি। ছেলেকে নিয়ে বাড়িতে ফেরার পর ওই দিন বিকেলেই স্কুল কর্তৃপক্ষ চিঠি দিয়ে জানায়, আমার দুই সন্তান আর এই স্কুলে পড়তে পারবে না।

পরে মিনহাজ আহমেদ স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। তারপরও তার সন্তানদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ। এরপর তিনি ২৪ মার্চ হাইকোর্টে এ আবেদনটি করেন। আবেদনের পক্ষে অ্যাডভোকেট হাবিবুল ইসলাম ভূঁইয়া ও ব্যারিস্টার মনিরুজ্জামান আসাদ শুনানি করেন। শুনানি শেষে আদালত রুল জারি করে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেন।